সংবাদ

তারিখ 8 AUG 2013
পৃষ্ঠা … কলাম …

জলঢাকা মহাবিদ্যালয়

সাংসদ ও আ'লীগের নেতাদের দ্বন্দ্বে শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী বেতন-বোনাস বঞ্চিত

প্রতিনিধি, জলঢাকা (নীলফামারী)

নীলফামারীর জলঢাকায় স্থানীয় সাংসদ ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাদের রশি টানা-টানির কারণে পবিত্র ঈদুল ফিতরের বেতন বোনাস হতে বঞ্চিত জলঢাকা ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী। এতে ঈদের আনন্দ ম্লান হতে বসেছে ওই কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের পরিবারগুলোতে। জানা গেছে, কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগকে কেন্দ্র করে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করার জন্য গত ২৭ এপ্রিল কলেজের সিনিয়র শিক্ষক নুর মোহাম্মদ খানকে দায়িত্ব প্রদান করেন কলেজ পরিচালনা পর্ষদ। কিন্তু পরবর্তীতে মামলা জটিলতার কারণে আটকে যায় নিয়োগ প্রক্রিয়াটি। রহস্যজনকভাবে গত ১৭ জুলাই নুর মোহাম্মদ খান তার দায়িত্বভার হতে অব্যাহতি নেন। গুঞ্জন উঠেছে ম্যানেজিং কমিটির কিছু রাজনৈতিক নেতা ও কলেজের কতিপয় সিনিয়র শিক্ষকদের চাপে তিনি পদত্যাগ করেছেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি স্থানীয় সাংসদ কাজী ফারুক কাদেরকে না জানিয়ে ওই চক্রটি পুনরায় মোফাজ্জল হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করেন। এতে কলেজ সভাপতি ক্ষুব্ধ হয়ে ঈদের বেতন ও বোনাসে স্বাক্ষর না করায় আটকে আছে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-বোনাস। ফলে ঈদের আনন্দ হতে বঞ্চিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম জলঢাকা ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়ের প্রায় শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী। এ ব্যাপারে কলেজের সিনিয়র শিক্ষক অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা জানান, 'স্থানীয় সাংসদ ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির একগুয়েমির কারনে আমরা বেতন-বোনাস হতে বঞ্চিত হয়েছি।' প্রতিষ্ঠানের সভাপতির অনুমতি ব্যতীত কমিটির একাংশ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল মোফাজ্জল হোসেন জানান, 'ঈদের সময় শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-বোনাস না দেয়াটা অমানবিক।'

এদিকে কলেজের সভাপতি স্থানীয় সাংসদ কাজী ফারুক কাদের জানান, 'ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের স্বাক্ষর না পাওয়ায় আমি বিলে স্বাক্ষর করিনি। তবে কলেজের সৃষ্ট ঘটনার জন্য কলেজের কতিপয় সিনিয়র শিক্ষকই দায়ী।'